সংবাদ - ছাইত্ব

ইষ্টবেঙ্গল -এর আসিয়ান - কাপ জয় এবং একজন ‘ঘটি’র অভিনন্দন

।। পশ্চাৎপট ।।
বাঙালির অহংকার - তালিকায় রবীন্দ্রনাথের পরেই ফুটবল। বোধহয় ভুল বলা হলো। --- ফুটবলের পর রবীন্দ্রনাথ। নাঃ --- সেটাও ভুল হলো --- এখন বাঙালির ছাতি চল্লিশ ইঞ্চি পেরিয়ে যায় প্রথম ত্রিকেট - সৌরভে, দ্বিতীয় সকার - গৌরবে এবং তারপরই রবীন্দ্র বৈভবে।
...সে এক সময় ছিল। অন্তত, এই অধমের স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান সেই পঞ্চাশ থেকে প্রায় সত্তর দশকের স্মৃতি। থাকতাম, পুরনো সিমলে - পাড়া সংলগ্ন শ্রীমানী বাজারের কাছে এঁদো একটা গলিতে, মামার বাড়িতে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট সেই মামার এক অভিন্নহৃদয় ঘটিবন্ধুর কাণ্ড মনে পড়ে। সেদিন ইষ্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের লীগ - কামড়া - কামড়ির চূড়ান্ত খেলা। মামার বন্ধু তাদের গৃহদেবতাকে মাথা কুটে বলেছে, মোহনবাগান যেন জেতে! কিন্তু গৃহদেবতা বোধহয় কানে খাটো ছিলেন। মোহনবাগান ভোঁ - কাটা। ব্যস, যায় কোথায়। সেই এঁদোগলিতে ঠাকুরের থালা - বাসন মালা মুকুট কোষাকুষি, সাঁই সাঁই শব্দে ঝনঝনিয়ে ছিটকে পড়তে লাগলো এদিক - ওদিক। মা - ঠাকুমা প্রভৃতির সেই কি বুক চাপড়ানি কান্না। পাড়ার লোক ছুটে এসেও থামাতে পারে না জগুকে। এই হলো বাঙালির ফুটবল - ভজনা, ঘটি বাঙাল নির্বিশেষে।
... আমার স্পষ্ট মনে, লীগ বা শিল্ডের খেলা হলে সেকি উদ্দাম উত্তাল উন্মাদনা! যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? বিষয়টা কবিতায় বলিঃ

ফুটবল - লীগ মরশুম এলো, এলোরে,
আয় যদু মধু গোব্‌রা গণেশ কেলো রে!
আয় মেরে আয় বাপের পকেট
বন্ধক দিয়ে বোনের লকেট
এমন সীজ্‌ন করিস্‌ না তাকে খেলো রে
আয় বিধু সিধু গোবরা গণেশ কেলোরে!
দিল্লি বম্বে আসামে অথবা নেলোরে
ভালো খেলোয়াড় ভাড়া খাটতেই এলোরে
আয় ঘটি আয়, আয়রে বাঙাল
ফুটবল খেলা দেখার কাঙাল
ময়দান! --- মহাপুণ্যতীর্থ ‘ভেলো’রে
খেলোয়াড়দের চরণ পরশ পেলোরে।

চল মাঠে যাই, দল বেঁধে মাঠে মাগনা
কন্‌ডাক্‌টার ভাড়া চাই যদি, চাক্‌ না!
তুচ্ছ কথায় দিস্‌নাকো কান
স্রেফ করে থাক্‌ না - শোনার ভান;
তবু ঘ্যানঘ্যান করে যদি, পিছু লাগ্‌না
হেলায় লঙ্কা জয় করা জাত, জাগ্‌ না!

হাঁড়ি চড়েনিকো, বাড়িতে হয়নি রান্না?
কানে তুলিস্‌না ভাইবোনেদের কান্না।
আয় ছুটি আয় লেংড়ু পট্‌লা
রকে বসে করি জমাটি জট্‌লা,
আলোচনা করি, ক'টা ডিম খায় মান্না,
স্কিপিং দুবেলা করে কি করেনা পান্না।

কে বাজে খেললো, বল নয় কার বাধ্য ---
আয়! করি তার চোদ্দপুষ শ্রাদ্ধ।
বিপক্ষ দল খায় হিমসিম,
হারো হারো যদি ফেবারিট টিম---
ঢুকে পড়ি মাঠে, আয় দেখি কার সাধ্য
ঠেকায় মোদের। বাজাই টিনের বাদ্য।

দরকার বোধে আয়রে বাধাই দাঙ্গা
টগ্‌বগে খুন, আমরা সদাই চাঙ্গা।
সোডার বোতল ইঁট পাট্‌কেল
আর মারি; যেতে হয় যাবো জেল,
মানবো না বাধা গিরি কাঞ্চনজঘা
ভয়টা কিসের? ---হয়েই ত আছি নাংগা।

।। বতামান প্রেক্ষাপট ।।
চুলোয় যাক্‌ পশ্চাৎপট বা অতীত দিনের কথা। আজ নতুন যুগ। ৪১ বছর পর আজ নতুন হুজুগ। এ কি কম কথা! আম াদের ইষ্টবেঙ্গল বিদেশের মাঠে খেলে আসিয়ান কাপ জিতে এনেছে! বেঙ্গলের আর 'ইষ্ট' নেই, ৫৬ বছর আগে আমরা শুধু ওয়েষ্ট বেঙ্গল --- তবু এই জয়কে এই ঘটি অভিনন্দন জানাছে আন্তরিকভাবে এবং ভাবের তোড়ে বেরিয়ে আসছে কবিতা। এবং টুকরো ছড়া।

ছিনিয়া এনেছি আসিয়ান!
একথা জানিতে যদি ভারত - ঈশ্বর শাজাহান
বিয়াল্লিশ বর্ষব্যাপী যত অপনাম
করি স্নান
বিদেশের মাঠ থেকে কাপ জিতে এনেছি সম্মান

ইন্দোনেশিয়ার মাঠে বিপক্ষকে করি খান্‌খান্‌
আনিয়াছি কাপ আসিয়ান
---একথা জানিতে যদি ওগো শাজাহান
তুমি নিশ্চয়
(দুর্জনে বলুক -- সে ত' হতো অপচয়)
গড়িয়া তুলিতে তুমি গৌরব - গম্বুজ!
--- পূজিতাম তব পদাম্বুজ
বলিতাম! 'গড়ো নাই শুধুমাত্র শোকগাথা তাজ
--- কোথায় এ - ভূ ভারতে তোমা সম
সমঝদার আজ!"

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন একজন কবিকেও মনে পড়ে যাচ্ছে ঃ
ইষ্টবেঙ্গল!
এ-যেন 'বিজয়' সেনা হেলা ভরে,
জিনিল সিংহল!
যার যশ-ছবি
এঁকেছেন ছন্দরাজ দত্তসূত
সত্যেন কবি।
কিংবা এসব ছাড়িয়ে অতিদূরে ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে গিয়ে বলা যায়ঃ
বঙ্গে মাতনম্‌। এবং সেখানে এখন (জানিনা, পপুলেশন ক্লক ঠিক কি বলে) 'বিংশ কোটি কণ্ঠে কলকল নিনাদ করালে' জয়ধবনি আর দ্বিবিংশ পদৈ ধৃত ফুটবল নামক গোলক, --- যাকে নিয়ে জাদু ড্রিবলিং!
এখানে গোটাবঙ্গের গৌরব - গাথা - শুধু ইষ্টবেঙ্গল নয় (আহা ! কোথায় গেল সেই ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লালন ফকিরদের গান!) এখন আসিয়ান কাপ্‌, চর্মগোলক - বিজয় কাব্য ঃ
যদিও বাঙালি নয়
নয় শুধু ঘটি আর বাটি
নয় ইষ্টবেঙ্গল খাঁটি;
কারন, মানিনা আর সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমা
আমাদের আত্মীয় এডওয়ার্ড সোলে মুসা চিমা
বিশ্বমানব এই বাঙালির তাই ত' গরিমা।
ছিনিয়াছি কাপ আসিয়ান
ওরে গোমড়া মুখেতে হাসি আন
ঢাক - ঢোল আর কাঁসি আন
সানাই বা ভেঁপু বাঁশি আন
খানাপিনা হোক্‌, খাসি আন
রান্নাটা হোক্‌ রাশিয়ান!
ঘটি ও বাঙাল, ঘটি আর বাটি
দুধে আর আমে মিশে
হোক খাঁটি

পানিয়
বারবার ভাই আসিয়ান জিনি
আনিও ।।।

ভাই ভাইচুং ভুটিয়া!
রক্ত তোমার ওঠে টগবগ
ফুটিয়া
যখন ছুটিয়া ছুটিয়া
বিপক্ষে ফেলি দশবিশ গজ
হেলায় - ফেলায় করে গেছো ডজ্
ডিফেন্স গিয়াছে টুটিয়া
(তুমি) আনো আসিয়ান লুটিয়া
প্রতিপক্ষের আগলানো জট
তোমার তাড়ায় হিংটিং ছট্
ভাই ভাইচুং ভুটিয়া।

শুকিয়ে যাওয়া মোহনবাগান
আবার যদি দেয়রে চাগান
আসিয়ান - এ দয়ায়
সব ঘটিরা পিণ্ড দিতে
ছুটিবে বি -হার গয়ায়।
ওঁ শান্তি!
আসুন, ছড়া - কাটা ছেড়ে
আমরা সমস্বরে
চণ্ডীপাঠ করিঃ
---যা দেবী সর্বভূতেষু
আসিয়ান কাপেন
সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com